যুগান্তর

তারিখ ... 04 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পে-স্কেল নিয়ে অসন্তোষ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা ক্লাস-পরীক্ষা নিচ্ছেন কালো ব্যাজ পরে

যুগান্তর রিপোর্ট

পে-স্কেলের বৈষম্য নিরসনের দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রোববার কালো ব্যাজ পরে ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়েছেন। তাদের এই কর্মসূচি ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। অন্যদিকে সরকারি কলেজ শিক্ষকরা আজ ও আগামীকাল পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করবেন।

এদিকে শিক্ষকদের আন্দোলনের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে রোববার পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, এ নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় অনেকটাই গাছাড়া ভাব দেখাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যোগাযোগ করেও সাড়া পাচ্ছে না। বরং শিক্ষকদের

নিচ্ছেন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

নিচ্ছেন : কালো ব্যাজ পরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা কী পাচ্ছেন আর সেখানকার আমলারা কী পাচ্ছেন সে চিত্রও তুলে ধরা হচ্ছে। যার প্রতিফলন দেখা যায় রোববার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের বক্তব্যে। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষকরা না বুঝেই আন্দোলন করছেন। তাদের সমস্যার সমাধান অলরেডি করা হয়েছে। দেখা যাক তারা (শিক্ষকরা) আন্দোলন করে কতদূর যেতে পারেন।

এদিকে রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকদের দাবি ও আন্দোলন প্রসঙ্গে আমি কোনো মন্তব্য করব না। তাদের কথা তারা বলবেন। আমি শুধু এটুকুই বলব, শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি সন্তোষজনক সমাধান হবে।'

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় : পে-স্কেলে বিভিন্ন বৈষম্যের বিরুদ্ধে এর আগে এই দুই পর্যায়ের শিক্ষকরা গত সেপ্টেম্বর মাসে একবার আন্দোলন করেছিলেন। তখন তারা কর্মবিরতি, মানববন্ধন, সমাবেশসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করেন। ওই সময় শিক্ষামন্ত্রী মধ্যস্থতা করেন। কথা ছিল, মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে। এ অবস্থার মধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর রাতে অষ্টম পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। কিন্তু প্রজ্ঞাপনে দাবি পূরণের কোনো প্রতিফলন নেই দাবি করে শিক্ষকরা আবারও আন্দোলনে নেমেছেন। দেশের মোট ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। তাদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। যে ৫ দফা দাবিতে তারা আন্দোলন করে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সপ্তম জাতীয় পে-স্কেলের অনুরূপ সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখা। সপ্তম বেতন স্কেলে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা না কমানো। সিনিয়র সচিবদের গ্রেডে সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের একটি অংশকে শতকরা হারে উন্নীত করা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন অষ্টম গ্রেড থেকে শুরু করা।

এসব দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কালো ব্যাজ পরবেন শিক্ষকরা। ৭ জানুয়ারি বেলা ১১টা থেকে ২ ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচিও পালন করবেন তারা। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে শিক্ষকরা ১১ জানুয়ারি থেকে লাগাতার সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করবেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষোভ : এদিকে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল রোববার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, কীভাবে তার দেয়া প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করেছেন তা আমাদের ডেকে বুঝিয়ে দেবেন। আমরা অবিবেচক নই। আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করি। এই সরকারকে আমরা সহযোগিতা করতে চাই। কিন্তু তিনি (অর্থমন্ত্রী) অনবরত শিক্ষকদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করে যাচ্ছেন তাতে পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই মানসিকতার তীব্র নিন্দা জানাই।'

সরকারি কলেজ শিক্ষক : সরাসরি তৃতীয় গ্রেডে অধ্যাপকদের পদোন্নতি দেয়াসহ ৫ দফা দাবিতে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা দু'দিনের কর্মবিরতি শুরু করবেন আজ। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরিন বেগম যুগান্তরকে জানান, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা ৩০৫টি সরকারি কলেজ ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), শিক্ষার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। এই ক্যাডারে মোট ১৫ হাজার ১৯ জন কর্মকর্তা আছেন। কর্মসূচিকালে শিক্ষকরা পরীক্ষাও নেবেন না। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের ৫ দফা দাবি হচ্ছে— ১. পঞ্চম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি দিয়ে অধ্যাপক করার সময় সরাসরি ৩য় গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে চতুর্থ গ্রেড দেয়া হয়। প্রশাসনসহ আর কোনো ক্যাডারে এটা করা হয় না। ২. নায়েমের (জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি) মহাপরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানে পদ এবং জেলা সদরের অধ্যক্ষ পদ ১ নম্বর গ্রেডে উন্নীত করা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, নায়েম, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর এবং অনার্স-মাস্টার্স কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ, বোর্ড সচিব ও এনসিটিবি সদস্যের পদ ২ নম্বর গ্রেডে উন্নীত করা। প্রতিটি অনার্স-মাস্টার্স কলেজে একটি করে ২য় গ্রেডের সিনিয়র অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি। ৩. ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি দিতে হবে। ৪. বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখতে হবে। ৫. প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য ক্যাডারের মতো শিক্ষা ক্যাডারকে সমান সুযোগ দিতে হবে।